বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাক্সে কাঁকড়ার ফ্যাটেনিং বা মোটাজাতকরন

সাধারনত এই ধরনের প্রতিপালনে কাঁকড়াকে বাক্সের মধ্যে রেখে মোটাজাতকরন করা হয়।

ক. বাক্সে কাঁকড়া চাষের সুবিধাঃ

ক.১. কাঁকড়া সমন্ধিত সবকিছু খুব সহজেই নখদর্পণে রাখা যায় যেমন; কাঁকড়া তোলার সময়, মৃত্যুহার ইত্যাদি।
ক.২. সারাবছর কাঁকড়া চাষ করা যায় তবে মার্চ থেকে ডিসেম্বর হল উপযুক্ত সময় এবং জানুয়ারি থেকে মার্চ পুকুর তৈরি করা হয়।
ক.৩. প্রতিটি বাক্সে একটি করে কাঁকড়া রাখা হয় ও বাক্স গুলিকে PVC পাইপের সাহায্যে অর্ধনিমজ্জিত বা ৭৫ ভাগ ডুবন্ত অবস্থায় সারি বদ্ধ ভাবে রাখা হয়

খ. প্রজাতির সনাক্তকারনঃ

ভারতবর্ষে দুটি প্রজাতির **ননা** কাঁকড়া সমুদ্র উপকূলবর্তী এবং সংলগ্ন নোনাজলের অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায়।
খ.১. স্কাইলা সেরেটা (**ছোট প্রজাতি**)
খ.২. স্কাইলা ট্রাঙ্কুবেরিকা **(বড় প্রজাতির**)

ছোট প্রজাতিরঃ
১. দাঁড়া ও পায়ের মধ্যে কোনো রকম বহুভুজ আকৃতির দাগ থাকে না।
২. দাঁড়া দুটির প্রত্যেকটির কব্জির কিনারাতে একটি মাত্র কাঁটা থাকে।
৩. সবুজাভ রঙের হয়
বড় প্রজাতিরঃ
১. দাঁড়া ও পায়ের মধ্যে কোনো রকম বহুভুজ আকৃতির দাগ থাকে।
২. দাঁড়া দুটির প্রত্যেকটির কব্জির কিনারাতে দুটি করে কাঁটা থাকে।

গ. পুরুষ কাঁকড়া ও স্ত্রী কাঁকড়া সনাক্তকারনঃ

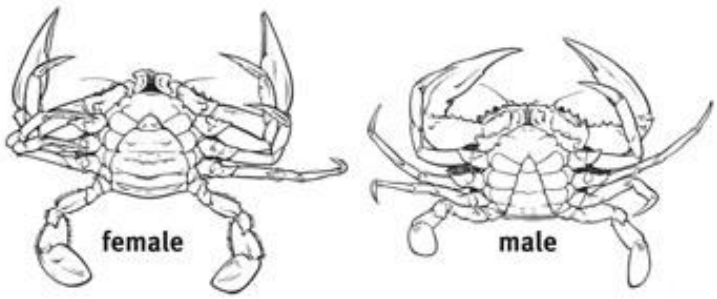

ঘ. পুকুর প্রস্তুতি:

ঘ.১. গ্রীষ্ম কালে পুকুর শুকিয়ে ফেলতে হবে মাটিতে ফাটল না ধরা পর্যন্ত এবং পরে লাঙ্গল দিয়ে হালকা কর্ষণ করে কয়েক দিন রোদ খাওয়াতে হবে।
ঘ.২. ৫ থেকে ৭ দিন পরে সেই বালি যুক্ত শুকনো মাটিতে ১ টন/ হে: করে চুন প্রয়োগ করে আরো কিছুদিন রোদে ফেলে রাখতে হবে।
ঘ.৩. তারপর ৪ থেকে ৫ ফুট গভীরতা পর্যন্ত জোয়ারের জল প্রবেশ করানো হয়। এর পর তিন চার দিন অপেক্ষা করে কাঁকড়া মজুত করা হয়।
ঘ.৪. কাঁকড়া মজুতের পর সপ্তাহে অন্তত ২ থেকে ৩ বার জোয়ারের নতুন জল প্রবেশ ও পুরোনো জলের নির্গমন প্রয়োজন।

ঙ. প্রতিপালনের সময়কালঃ ৩ মাস

চ. খাবার দেওয়ার পদ্ধতি ও পরিমানঃ

চ.১. সামুদ্রিক মাছ খেতে কাঁকড়া খুব পছন্দ করে তবে এর সাথে সাথে শামুক, ঝিনুক, কেঁচো ইত্যাদির মাংস খেয়ে থাকে।

চ.২. বাজারের বর্জিত মাছ বা কম দামি মাছ (লটে, রুলি ইত্যাদি) কে টুকরো করে দিনে দুই বার দেহের মোট ওজনের শতাংশ অনুসারে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে.

চ.৩. বাজারে মাছ সহজলভ্য হলে বেশি মাছ কিনে মজুত করা যেতে পারে বা শুটকি মাছ করে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

চ.৪. পরিমান;

- ২৫-৫০০ গ্রামঃ মোট দেহ ওজনের ১১ থেকে ১৫ % হারে
- ৫০০-১০০০ গ্রামঃ মোট দেহ ওজনের ৯ % হারে
- ১০০০ গ্রামের বেশিঃ মোট দেহ ওজনের ৭ % হারে

ছ. পরিচর্যাঃ

ছ.১. কাঁকড়াভরা বাক্সের কাঠামো গুলিকে মাঝে মাঝেই পুকুরের এপাশ ওপাশ করা দরকার ফলে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন জলে মেশে ও কাঁকড়ার স্বাস্থ্যও ভালো থাকে।

ছ.২. কাঁকড়ার গায়ে শ্যাওলা জমার সমস্যা খুব সাধারন ব্যাপার তাই এয়ারেশান খুব জরুরি এতে শ্যাওলা দূরীভূত হয়, কাঁকড়া নড়াচড়া করলে খিদে বাড়ে।

ছ.৩. সঠিক pH (৭.৫-৮.৫) ও লবনাক্ততা (৫-২৫ ppt) বজায় রাখতে হবে।

ছ.৪. অনেক সময় বাক্সের খোলা অংশ শ্যাওলা জমে বন্ধ হয়ে যায় তাই সময়মত দেখে রাখা দরকার।

ছ.৫. কাঁকড়া ১৫০ থেকে ২০০ গ্রাম হলেই বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বাজারজাত করন করা যায় তবে নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে বাজারে চাহিদা খুব বেশি থাকে।